টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র সুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৮-শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 19th May. 1971 { ১ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অগ্নিনিবন্ধ রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

শিক্ষক আবশ্যক

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াইতে সক্ষম অভিজ্ঞ সংস্কৃত কাব্যতীর্থ শিক্ষক আবশ্যক। নিম্ন ঠিকানায় আগামী এক সপ্তাহ মধ্যে দরখাস্ত পৌছান চাই।

প্রধান শিক্ষক বংশবাটী হাই স্কুল
বংশবাটী, মুর্শিদাবাদ।

কবিপক্ষে গল্পের বইএ
সকল শ্রেণীর ক্রেতাকে $12\frac{1}{2}\%$
কমিশন দেওয়া হবে।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

আমরা সবাই প্রস্তুত আজ, ভীরু পলাতক
লুপ্ত অধুনা এদেশে বোমার গুপ্তঘাতক,
হাজার জীবন বিকশিত এক রক্ত-ফুলে,
পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।

—সুকান্ত

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ 'ভাবের ললিতক্রোড়ে না রাখি নিলীন' ॥

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার মুক্তিকামী যোদ্ধাদের বলিয়াছিলেন—"স্বাধীনতার এই শেষ অভিযানে আপনাদের অনেক স্থলেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অশেষ কষ্ট সহ্য করতে হবে—সঙ্কট মুহূর্তে মরণের সম্মুখেও দাঁড়াতে হবে। কিন্তু একবার যখন আপনারা এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, তখনই স্বাধীনতা আপনাদের করতলগত হবে।" বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ এই বাণীতেই উদ্‌বুদ্ধ বলিয়া নিদারুণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজও তাঁহাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখিয়াছেন। প্রতিকূলতা তাঁহাদের সামরিক সাজসরঞ্জামের অপ্রাচুর্য; তাহার চেয়েও পশ্চিমী পাকিস্তান বাহিনীর পাশবপ্রবৃত্তির চরিতার্থতায় পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্রসমূহের অদ্ভুত মনোবৃত্তি। মানবিক অধিকারকে এইভাবে খর্ব করা হইবে—বঙ্গবন্ধুর সে ধারণা থাকিলে তিনি তাঁহার কর্মপদ্ধতি নিশ্চয়ই অন্যভাবে নির্দ্ধারণ করিতেন। বাস্তব সত্য আজ তাঁহাকে স্তম্ভিত না করিয়া পারে নাই। বাংলাদেশের অসহায় নিরস্ত্র মানুষ কি এখনও আশা করেন যে, তাঁহাদের উপর বর্বরাধিক অত্যাচারের জন্য পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের প্রাণ কাঁদিতেছে এবং রাজনৈতিক পন্থায় ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে? অবোধ শিশুরা কি আশা করিবে যে, তাহাদের মাতার ও পিতার হত্যার ক্রন্দনে, ক্ষুধার ক্রন্দনে এবং সর্বোপরি হত্যার বিভীষিকায় ক্রন্দনে কাহারও অন্তরের কোমল তন্ত্রীতে ব্যথার স্পন্দন জাগিবে? স্বামীহারা বধূ অথবা পুত্রহারা জননীরা কি আর আশা রাখিতে পারেন যে, পশ্চিমী পশুরা যে অবমাননা-লাঞ্ছনা-নিপীড়নে ও মর্যাদাহানিতে তাঁহাদিগকে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে সুসভ্য জনসমাজ সোচ্চার হইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন? হিন্দুকৃষ্টি, ইসলামী-সভ্যতা, খৃষ্টীয় মহিমা লইয়া যাঁহারা আজ স্ফীত, তাঁহাদের 'মানবতা' শব্দটি উচ্চারণের অধিকার আছে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা বলি, বাংলাদেশের অসহায় হতভাগ্য জনগণ! আপনাদের "আমাদের অস্ত্র দিন, নিরস্ত্র মরিতেছি" তথবা "বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন" অনুরোধ ইথারতরঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে; তাহা চীন-রাশিয়া-ইংলণ্ড-আমেরিকা ও তাবৎ অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের মনের জগদ্দল পাথর নড়াইতে পারে নাই। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বব্যাপী রাজনীতির জুয়ার বাজিতে পরিণত হইয়াছেন। আর সে বাজি ধরিয়াছে ইয়াহিয়াগোষ্ঠী। তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ শরণার্থীর পরিচয়ে ভারতে কৃপার পাত্র হইয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বৃহৎ শক্তিগুলির পোষিত প্রেম 'নিকষিত হেম' জ্ঞানে সযত্নে লালিত। মাঝে মাঝে বেসরকারী সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলাদেশ শ্মশান হইবার পরও সরকারী মুখগুলি খুলিবে কিনা সন্দেহ। তখন পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যদান এবং উলার বকশিস প্রভৃতি বন্ধ করার হুমকীতে কোন কাজ হইবে না।

অপরদিকে শরণার্থীদের লইয়া আজ ভারত নিতান্ত বিব্রত। আরও তীব্র পরিণাম অদূর ভবিষ্যতে অপেক্ষা করিতেছে। স্বয়ং রাষ্ট্রসংঘ যে ত্রাণ-সামগ্রী দিবেন, তাহা অপ্রচুর। অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যদি কিছু আসে, তাহাও আশাব্যঞ্জক হইবে বলিয়া মনে হয় না। চাপ পড়িবে ভারতের অর্থ-নীতির উপর। আর চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে আজন্মসমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে। প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ পাক-ভারত দ্বিধাকরণের পরিণামস্বরূপ বাঙ্গালী উদ্বাস্তু সমস্যার যে মোকাবিলা এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের বিড়ম্বিত ভাগ্যে যথোচিত পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। ইহার উপর নূতন শরণার্থীদের লইয়া কেন্দ্র কী করিবেন, তাহাই চিন্তনীয়। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে সমস্ত ঝামেলা পোহাইতে হইবে ইহা সত্য। বাংলাদেশ সরকার আধিপত্য না পাইলে এই শরণার্থীরা নূতন করিয়া আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে কিছুতেই ফিরিয়া যাইবেন না এবং তাহাতে ভারতের সমস্যা তীব্রতর হইয়া উঠিবে। ইহার সঙ্গে একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রশ্নও জড়িত আছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহে শাসন-শৃঙ্খলা নানা কারণে বিপর্যস্ত হইবে। আগামী দিনের সেই বিপদের জন্য ভারতকে এখন হইতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

একথা আজ আর অস্পষ্ট নয় যে, বাংলাদেশকে লইয়া বিদেশী শক্তিগুলির নানা রাজনীতির খেল শুরু হইয়াছে। ইহার সমূল উচ্ছেদ এখনই দরকার। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের জয় হইলে শরণার্থীরা স্বস্থানে যাইতে পারিবেন। তবেই ভারতের সব দিক দিয়া মঙ্গল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে যাহাই ভাবুক, আত্মরক্ষার জন্য, আপনার সংহতি বজায় রাখার জন্য ভারতকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। ভারত পাকিস্তানের ব্যাপারে নানা সময়ে এমন তোষামদী নীতি লইয়াছে যে, তাহা বহুভাবে তাহার স্বার্থের অনুকূল হয় নাই। এবারেও যদি সেই চিরাগত প্রথা অবলম্বিত হয়, তবে তাহাকে ভুলের মাশুল দিতে হইবে। সাবধান হইবার এখনও সময় আছে।

ফোনে বদলীর আদেশ

সাগরদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা শ্রীহরিমোহন ব্যানার্জী মহাশয় হঠাৎ টেলিফোনে সাগরদীঘি থানা হতে পুরুলিয়া বদলীর আদেশ পেয়ে

—৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

মানবপ্রেমিক রবীন্দ্র-সুকান্ত

—প্রীতিকুমার রায় চৌধুরী

"সত্যি অরুণ, বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে।.....আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকব না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়।....." এটি যে চিঠির অংশ সেটি শ্রীসুকান্ত ভট্টাচার্য্য লিখেছিলেন ২৪শে পৌষ, ১৩৪৮ সালে ৩৪নং হরমোহন ঘোষ লেন, কলিকাতা থেকে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীঅরুণাচল বসুকে। একটি তরুণ বাঙালী কবি পৃথিবীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। জন্ম বাংলাদেশে কিন্তু নাগরিক হয়েছিলেন গোটা বিশ্বের।

ঠিক যেমন হয়েছিলেন ১২৬৮ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করা আর একটি কবি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর সেই বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বকবি ও বিশ্বমানব। পৃথিবীকে ও তার সমস্ত রূপরসগন্ধময় ঐশ্বর্য্যকে ভালবেসেছিলেন তিনি। "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে" এই আকুতি সেইজন্যেই সুকান্তেরও আকুতি। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সমস্ত মানবজাতির মধ্যে একাকার হয়ে যায় :

"মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই !"

সুকান্ত মিশে গেলেন বহুর মধ্যে—এবং তার কয়েক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ বিদায় নিয়েছেন। ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে এই বিশ্বের আকাশে, বাতাসে, আলোর মধ্যে তাঁদের মর্ত্ত্যপ্রেম অণুপরমাণুর মত মিশে রইলো।

তিরিশে শ্রাবণ, ১৩৩৩ সালে সুকান্ত এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। এক অতি সচেতন সংবেদনশীলতা নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। তাঁর জীবনের নতুন স্বপ্নকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন "বর্ষবাণী" কবিতাতে। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ। তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন : "এসো এসো এসো হে নবীন এসো এসো হে বৈশাখ, এসো আলো এসো হে প্রাণ.....।" তিনি আবার গেয়েছেন চৈত্রদিনের গান। চৈত্ররাতের হঠাৎ হাওয়া তাঁকে ডেকে বলে যে বনানী আজ সজীব হ'ল নতুন ফুলে ফুলে। সুকান্তের চোখে তখন সুন্দর পৃথিবী বাঁচার প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথও তেমনি অতিসূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা নিয়ে উপভোগ করেছিলেন চৈত্রদিনের সন্ধ্যাকে। বৈশাখের ভয়াল সৌন্দর্য্যকে। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারী হয়ে সুন্দরকে উপভোগ করতে অক্ষম হন নি। "জল পড়ে, পাতা নড়ে"র কবি ক্রমেই রূপরসগন্ধময় সত্তার পরিচয় পেতে থাকেন।

কিন্তু সুকান্তের সৌন্দর্য্য পিপাসু মন ১৯৪২ সালেই অর্থাৎ ১৬ বছর বয়সেই প্রত্যক্ষ করলো "পঙ্গুজীবন ; পিচ্ছিল ভীত আত্মা,—রাত্রির বুকে উদ্যত লাল চক্ষু ;" তাঁর "পটভূমি" কবিতার মাধ্যমে। যাকে তিনি চাইলেন, তাকে না পেয়ে তিনি হলেন প্রত্যাখাত। সুন্দর ক্রমশঃই তাঁর চোখে হল ভয়াল, প্রেম রূপ নিল নিষ্ফল বেদনায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও সুকান্তের আরম্ভ একই ভাবে। তাঁরা দুজনেই এই সুন্দর জগৎকে পরিপূর্ণতায় বিকশিত দেখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য সুকান্ত যখন পৃথিবীর প্রথম বসন্ত দেখলেন ১৩৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তার আগেই ১২৬৮ তে এসে আরো চৌষট্টিটা বসন্ত দেখে ফেলেছেন। তবু বাংলাদেশের দুই ছেলেই এই রূপসী বাংলার তথা রূপসী পৃথিবীর গভীর অনুরাগী হয়েই এসেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃই দার্শনিক অতীন্দ্রিয়তা ও সূক্ষ্ম ভাবজগতে ডুবে যেতে থাকলেন প্রেমিকাকে খুঁজতে গিয়ে। আর চিরতরুণ সুকান্ত টগবগে রক্তের জোয়ারে ভেসে গিয়ে নিষ্ফল অভিমানে ও বিদ্রোহে মেতে উঠলেন। প্রেমের দুই প্রকাশ—এক রবীন্দ্র, দুই সুকান্ত।

তাই বোধ হয় সুকান্ত দেখেছিলেন "তিনি কি হতে পারতেন" রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এক সূক্ষ্ম আত্মীয়তা, অন্তরের একই মর্মবাণী দুজনকেই ভাবলোকে জ্যামিতির কম্পাসের কেন্দ্রবিন্দুর মত যুক্ত করে রেখেছিল। এক তরুণ বিশ্বকবি যেন খুঁজে পেয়েছিলেন নিজেরই সুন্দর অভিব্যক্তির জ্ঞানগম্ভীর প্রাজ্ঞ প্রকাশ বৃদ্ধ আর এক বিশ্বকবির মাঝে। "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতাতে সুকান্ত বুঝতে পারছেন যে এখনো নিজের মনে রবীন্দ্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়ে গেছে। তাঁর প্রাণের স্তরে স্তরে বিশ্বকবির দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে। তাঁর মনের গভীর অন্ধকারে বৃদ্ধ কবিরই সৃষ্টিরা জেগে থাকে।

মানসী কাব্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এক অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে রূপের ভিতরে অরূপের সন্ধানে অভিসার করেন। তিনি এবং তাঁর সেই মানসী—এই দুজনে যেন ভেসে এসেছেন যুগল প্রেমের স্রোতে। অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে। কালের তিমিররজনী ভেদ করে যেন সেই মানসী ভাবসত্তার রূপসীমূর্ত্তি কবির এই জড়দেহাবিষ্ট মনের আকাশে চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারিকার বেশে উপস্থিত হয়েছে ('অনন্ত প্রেম'—মানসী)। সুকান্তও সেই মানসীর বিদেহী প্রেম মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। কিন্তু তাঁর মানসী চিরকাল দূর থেকেই তার মনে উত্তাল ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছে—ধরা দেয়নি। কবি তাই বিষণ্ণ। না পাওয়ার বেদনা তার মনে স্মৃতি হয়ে থাকবে। "স্মারক" কবিতায় সুকান্ত রোম্যান্টিক হয়ে উঠবার উপক্রম করেছেন—কোন এক স্বপ্নময় শ্রাবণ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরে যায়, চঞ্চল হাওয়া যদি কখনও ফেরে হৃদয়ের আঙিনায় রজনীগন্ধা বনে—তবুও মনে পড়বে তাকে ; বলাকার পাখা আজও যদি ওড়ে সুদূর দিগঞ্চলে, বন্যার মহাবেগে, তবুও কবির স্তব্ধবুকের ক্রন্দন মেলে যাবে মুক্তির ঢেউ বন্যার মহাবেগে। কবির মনের বিবাগী মনের কোণেতে যেন কিসের গোপন ছায়া "নিঃশ্বাস ফেলে সুরে, ধূলিরে উড়ায় দূরে।"

এই খানেই, এই নিসর্গ প্রেম ও অরূপ প্রেমের মাধ্যমেই দুই কবি আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিণতি ক্রমবিবর্ত্তনের পথে এক দার্শনিক সত্তায়। সুকান্তের পরিণতি এক ব্যথাহত, প্রত্যাখাত মানব-প্রেমিকের উত্তাল বিদ্রোহী মনোভাবে। সেইজন্যে রবিকবির রবি যখন ভাবের আকাশে প্রোজ্জ্বল, সুকান্তের তখন :

'আমার গোপন সূর্য হল অস্তগামী
এপারে মর্মরধ্বনি শুনি,
নিস্পন্দ শবের রাজ্য হতে
ক্লান্ত চোখে তাকাল শকুনি।" ["সহসা"—পূর্বাভাস]

সুকান্ত ক্রমশঃই অবাক হয়েছেন। অবাক পৃথিবী তাঁকে অবাক করেছে। এখানে জন্মে তিনি শুধু পদাঘাতই পেলেন। তাই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করে তিনি পৃথিবীকে সেলাম জানিয়ে চলে যেতে চান। তাই তাঁর জীবন থেকে তিনি মুছে দিতে চেয়েছেন পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার। কবিতাকে ছুটি দিলেন—পৃথিবী গদ্যময়। তাঁর মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জমে উঠতে থাকলো কালবৈশাখীর কালো মেঘের মতো। তিনি চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন যারা তাঁর প্রিয়াকে কেড়ে নিয়েছে তাদের চিতা তিনি স্বজনহারানো শ্মশানে তুলবেনই। তুহাতে তিনি বাজাবেন "প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা" ["বোধন"—ছাড়পত্র]

রবীন্দ্রনাথ থেকে গেলেন শান্ত, সৌম্য, সমাহিত। সুকান্ত হয়ে উঠলেন ব্যথাহত প্রণয়ীর মত প্রবল, উদ্দাম, বিদ্রোহী। অথচ দুজনের তাবসত্ত্বা একই-ভাবে জন্ম নিয়েছিলো। বিক্ষুব্ধ সুকান্ত "বিক্ষোভ" কবিতাতে বললেন :

বিদ্রোহী মন! আজকে ক'রোনা মানা,
দেব প্রেম আর পাব কলসীর কানা,
দেব, প্রাণ দেব মুক্তির কোলাহলে,
জীন্ ডার্ক, যীশু, সোক্রাটিসের দলে।

তিনি অশান্ত, তিনি দুর্ব্বার। নতুনকে তিনি আনবেন বিদ্রোহের দাবানলে সমস্ত পুরনো জঞ্জালকে পুড়িয়ে দেবার পর। বিপুল আঘাত হানবার জন্যে মনকে তিনি আহ্বান জানালেন "১লা মের কবিতা '৪৬" কবিতাতে। বললেন—তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো, অস্বীকার করো বশ্যতাকে। চলো, শুকনো হাড়ের বদলে সন্ধান করি তাজা রক্তের,..... শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে। —এই হলেন মানবপ্রেমিক; নিসর্গপ্রেমিক সুকান্ত—যিনি সুন্দরকে নিয়ে আসবেন মানব-জাতির কল্যাণের জন্যে, কিন্তু শান্ত পথে নয়, প্রবল অশান্ত পথে।

রবীন্দ্রনাথকে তখনও সুকান্ত আবাহন জানিয়েছেন নিজের মধ্যে। "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতাতে তিনি ভাবছেন যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু রবির সৃষ্টিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন তাঁর মনের দিকে দিকে। কিন্তু সে রবি বৈশাখের রুদ্ররবি। তারই ধ্বংসরূপ নিয়ে সুকান্ত দেখেন প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে। "পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে" কবিতাতে সুকান্ত দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন আগামী দিনের অনাগত সে রবীন্দ্রনাথ যিনি দস্যুতার দৃপ্তকণ্ঠ, বিগত দুর্ভিক্ষে যার উত্তেজিত তীব্রভাষা মৃত্যুতে ব্যথিত আর লোভের বিরুদ্ধে খরধার। সুকান্ত এখানে এক বিদ্রোহী ভয়ঙ্কর ও সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথের জন্ম কামনা করছেন যিনি ধ্বংসের প্রান্তরে বসে নতুনকে আনবেন। সেই ভাবী রবীন্দ্রনাথই এই বর্ত্তমান সুকান্ত—

এবারে নতুনরূপে দেখা দিক রবীন্দ্র ঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর;
জনতার পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
..... ।"

সুকান্তের জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। কাব্যেই কেবল নয় চিঠির মাধ্যমেও সে পরিচয় আমরা পাই। বন্ধু অরুণাচল বসুকে লেখা তার চিঠির আর একটি অংশ—"আর আমি তাই বিরহ-বিধুর হয়ে তোকে চিঠি লিখছি আর ভাবছি রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন,—

"কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া
দূরে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া।"..... [বেলঘাটা ১৭।৪।৪২]

প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে সুকান্ত পৃথিবীকে বিদায় জানিয়েছিলেন। একটি সূক্ষ্ম মৃত্যু চেতনা ক্রমশঃই তার প্রেমিক মনকে আচ্ছন্ন করছিলো যেমন করেছিলো রবীন্দ্রনাথকে। সুকান্ত গান গেয়েছেন "হে মোর মরণ, হে মোর মরণ! বিদায়বেলা আজ একেলা দাওগো শরণ! তুমি আমার বেদনাতে, দাও আলো আজ এই ছায়াতে, ফোটার গন্ধে অলস ছন্দে ফেলিও চরণ।" [গীতিগুচ্ছ ৪] ঠিক একই সুরে রবীন্দ্রনাথ "মরণ মিলন" কবিতায় মৃত্যুকে বন্দনা করেছেন।

পরিণতি একই ভাবে হতে চললো। এই বস্তুগত দেহের অতীতে আমাদের যে সূক্ষ্মসত্ত্বা তার ক্রমবিকাশ ঘটছে বস্তুর পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে। মৃত্যু জড়দেহের রূপান্তর—মৃত্যুই আবার নতুনের ক্রমবিকাশ। সেই মৃত্যুর কাছেই সুকান্ত তার সবকিছু সমর্পণ করলেন একজন প্রেমিক যেমন প্রেমিকার কাছে সমর্পিত করে নিজেকে। রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন। এই দুই কবির বিশ্বজনীনতা ও মানবপ্রেম একই ভাবে শুরু করে একই ভাবে পরিসমাপ্ত হয়েছে—বিবর্ত্তন হয়েছে শুধু ভিন্নভাবে।

———

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা,
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

ফোনে বদলীর আদেশ

২য় পৃষ্ঠার পর

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত দারোগা বাবু সাগরদীঘিতে যোগদানও করেছেন। ব্যানার্জ্জী মহাশয় এখনও থানার চার্জ বুঝিয়ে দেন নি। কারণ তিনি এখন অসুস্থজনিত ছুটি ভোগ করছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কৈয়ড়, বোখারা, কড়াইয়া প্রভৃতি গ্রামের দুষ্কৃতকারীগণকে বেশ শায়েস্তা করে গ্রামে শান্তি আনয়নে সক্ষম হয়ে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। গ্রামে "Law and order" প্রতিষ্ঠা করেছেন এমতাবস্থায় দুষ্কৃতকারীগণের চক্রান্তে তাঁর বদলীর আদেশ শুধু শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের মনে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে তা নয়—সরকার যে "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে" ব্রতী নন—তারই এক জলন্ত প্রমাণ এই দারোগা বাবুর বদলীর আদেশ।

স্থানীয় জনসাধারণ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট উক্ত দারোগা বাবুর বদলীর আদেশ প্রত্যাহার করার ব্যাপারে স্থানীয় এম, এল, এ মারফত দরখাস্ত পেশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য উক্ত দারোগা-বাবুর চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের তারিখ ১।৭।৭১।

জঙ্গিপুর সংবাদের
অষ্ট-পঞ্চাশত্তম বর্ষ-প্রবেশ

ভগবানের অসীম কৃপায়, গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ শুভেচ্ছায়, গ্রাহক, পাঠক, হিতাকাঙ্ক্ষী ও জ্ঞাপনদাতাদের আনুকূল্যে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ সপ্তপঞ্চাশত্তম (৫৭শ) বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্ট-পঞ্চাশত্তম (৫৮শ) বর্ষে পদার্পণ করিল। সন ১৩২১ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ এই ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকের জন্মদিন। কিন্তু যিনি ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ইহার সম্ভাব্য পুষ্টির দিকে অতন্দ্র সজাগ ছিলেন, সেই দাদাঠাকুর, আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব, আজ অমরধামে।

পিতৃদেবের একান্ত নিষ্ঠা ও কর্মোন্মাদনায় উল্লিখিত দিনটিতে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। তখন এই মহকুমা শহরে কোন পত্রিকা ছিল না। কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজও তাহার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে। ন্যায়-সত্যের প্রতিষ্ঠা, অসত্যের সহিত আপোষহীন সংগ্রাম এই পত্রিকার আদর্শ। তাই বিভিন্ন সময়ে বহু অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইহা সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল এবং সত্যকে ও সৎকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছিল।

মফঃস্বল শহরে এক সহায়সম্বলহীন এই ক্ষুদ্র পত্রিকা এতদিন ধরিয়া জনসেবা করিতে পারিয়াছে তাহা কেবল ইহার স্থির লক্ষ্যের জন্য এবং পত্রিকার হিতকামীদের ঐকান্তিক আগ্রহের জন্য। আমরা স্মরণ করি ইহার প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক ন্যায়নিষ্ঠ, স্পষ্টবাদী ও নির্লোভী স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়কে। তিনি আজ অমরধামে থাকিয়া তাঁহার মানসসন্তানকে দীর্ঘায়ু হওয়ার আশীর্ব্বাদ করুন। পত্রিকার স্থায়িত্বের মূলে আমাদের গ্রাহক-অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপন-দাতা। তাঁহাদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

শিক্ষকতা-স্বীকৃতি-পুরস্কার

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক পাঁচ শত টাকা মূল্যের তিনটি পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যাঁরা অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ বৎসরের উপর কোন প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে ব্রতী আছেন তাঁদের মধ্যে হতেই প্রাপক নির্ব্বাচন করা হবে।

নির্ব্বাচনের ভিত্তি নিম্নরূপ :—

(১) শিক্ষামান উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষকের বিশেষ প্রয়াস।

(২) পাঠ্যাতিরিক্ত কর্ম্মে অনুরক্তি।

(৩) পাঠ্যপুস্তক অথবা গবেষণা পুস্তক প্রকাশ।

পুরস্কার গ্রহণেচ্ছু শিক্ষকবৃন্দ সাদা কাগজে অথবা টাইপ করা কাগজে তাঁদের সমগ্র কর্ম্ম-জীবনের সমস্ত তথ্যাদি উল্লেখ করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে আবেদন করতে পারেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে আবেদন আসার শেষ তারিখ—২৭।৫।৭১;

এই পুরস্কারত্রয় স্বর্গীয় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডি, সি, শর্ম্মার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক কর্ত্তৃক ঘোষিত।

NOTICE

It is notified for general information of the public that the R. T. A., Murshidabad, at its meeting held on 3. 4. 71 has decided to grant an additional trip on the Berhampore to Moregram via Panchgram against vehicle No. WGQ—980 plying on the same route on a permanent basis in the interest of the travelling public.

Representation to this effect under section 57 of the M. V. Act will be considered by the undersigned up to 5. 30 P. M. on 31. 5. 71

The date, time and place at which the representation received, if any, will be considered by the R. T. A., will be intimated in due course.

Sd/- P. K. Bhattacharyya.
Secretary, R. T. A., Murshidabad.

আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ঘোষণা করেছেন যে, যেন তেন প্রকারেণ তিনি আপন দলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবেন।

—বলা হয়, কাণা গরুর ভিন্ন ভাগাড়।

* * *

প্রশ্ন : বাংলাদেশে হত্যালীলায় আজ কে কাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন ?

উত্তর বিশ্বের সেইসব জুয়াড়ী শক্তি যাঁরা রাজনীতির খেলা খেলছেন। আর শকুনিরা যারা মহামাংস খেয়ে খেয়ে অন্য মরা পশু খাচ্ছে না। উভয়েরই ধন্যবাদ ইয়াহিয়া খানকে।

* * *

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

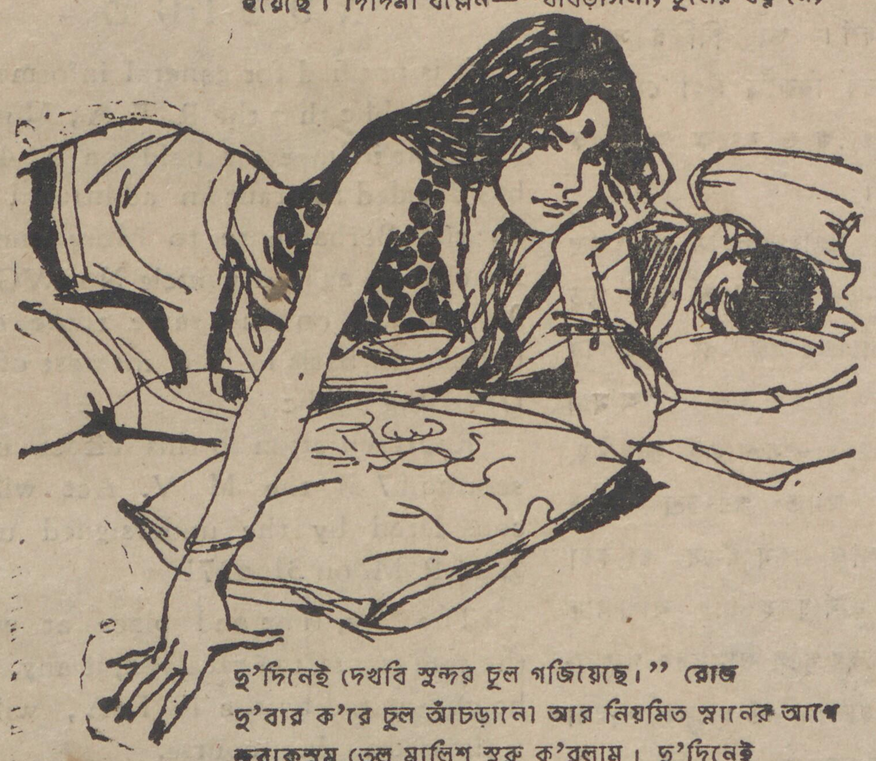

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হর্ষবর্দ্ধন

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে শরণার্থী সমস্যার দায় ভারতে বর্তাবে—বলেছেন শ্রীসমর গুহ।

—তাতে কী? বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে কেন্দ্রীয় সরকার আগেই প্রচুর দক্ষতা দেখিয়েছেন। সুতরাং 'তাহাতে কম্পিত নয়.....।'

* * *

ঢাকা-কলকাতার দূতবাসকর্মী বিনিময় ব্যাপারে পাকিস্তান সুইস মধ্যস্থতার প্রস্তাব খারিজ করেছে।

—মানে সুইচ অফ্?

* * *

১৯৭১ মানেই 'নয়া জমানা'—সিনেমার বিজ্ঞাপন।

জমানা নয়া ঠিকই। পশ্চিমবঙ্গে কোয়ালিশনের রাজত্ব ধুঁকছে। আর খুন-জখমও দিব্যি চলছে।

* * *

বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে ভারত টালাবাহানা করেছে কেন?

—রাষ্ট্রগুরু রুশ-মার্কিণ-চীন-বৃটেনের অনুজ্ঞা আসেনি। তাছাড়া নিজের পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হোক—এটা চায় বোধ হয়।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

১৬৩নং ৭০ অন্য

বাদী—ইউনুস বিশ্বাস

বিবাদী—১। পঃ বঃ সরকার, ২। নুরজান বিবি, ৩। ফতেমা বিবি, জনসাধারণ পক্ষে ৪। মোসলেম বিশ্বাস, সাং মোমিনটোলা, থানা রঘুনাথগঞ্জ মোঃ বিবাদী—৫। সতীশচন্দ্র চৌধুরী, সাং গুন্দিতলা থানা মুর্শিদাবাদ, ৬। সাইফুদ্দিন মণ্ডল সাং মোমিনটোলা থানা রঘুনাথগঞ্জ।

বাদী ইউনুস বিশ্বাস পিতা মৃত বোগদাদ বিশ্বাস সাং মোমিনটোলা, থানা রঘুনাথগঞ্জ, থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন মৌজা গিরিয়া মধ্যে R. S. আমলের ৪৪৩৫, ৪৪৩৫ ও ৪৪৪১নং দাগগুলির জমিতে স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে R. S. রেকর্ড ভ্রমাত্মক গণ্যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে ১৬৩।৭০নং অন্য মোকর্দ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ীভূত সম্পত্তি R. S. আমলে নৌকা চলাচলের জন্য সাধারণের ব্যবহার্য্য উল্লেখে রেকর্ড হওয়ায় জনসাধারণ পক্ষে মোমিন-টোলা সাকিমের মৃত সমসেরুদ্দিন মণ্ডলের পুত্র মোসলেম বিশ্বাসকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় জনসাধারণ পক্ষে অন্য যে কোন ব্যক্তি বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমা contest করিতে পারেন এবং তজ্জন্য আইনের বিধানমতে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। ধার্য্য দিন ১।৬।৭১

অদ্য সন ১৯৭১ সালের ১৭/৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

By Order of the Court
Sd/- K. R. Kar, Sheristadar
Munsif 1st Court. Jangipur